অলস দিনের ভাবনা

অভিজিৎ রায়

সম্প্রতি গোলাম আযম আর ইনকিলাব যেভাবে ফরহাদ মজহারের প্রশংসা করে চলেছে তাতে বোঝা যায়, তিনি আসলে কাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন৯। 'বিপন্ন ইসলাম'কে তুষ্টকারী তথাকথিত 'বামপন্থী প্রগতিশীল শুধু ফরহাদ মজহার একা নন, আরও অনেকেই আছেন। মার্ক্সের তত্ত্ব কপচিয়ে 'শোষিত প্রলেতারিয়েত' বিপন্ন ইসলামের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে এসব বামপন্থীরা নিজেদের অবস্থান ও দর্শনকে এক নিকৃষ্ট স্তরে নামিয়ে আনছেন

বিচিত্রাকে ধন্যবাদ জানিয়েই লেখাটা শুরু করতে চাই। কারণ সাপ্তাহিক বিচিত্রাতেই আমার লেখা 'আলো হাতে আঁধারের যাত্রীর' সিরিজটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পাঠকের সাথে ঘটে পরিচয়–এর সূত্র ধরেই অসংখ্য চিঠিপত্র আসতে থাকে। এই প্রেক্ষিতেই আজকের লেখাটি।

রবীন্দ্রনাথের গানের একটি কলি শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করে আমি যখন 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' নামের বিজ্ঞানভিত্তিক সিরিজটি ধারাবাহিকভাবে মুক্ত-মনার জন্য লেখা শুরু করলাম, তখন অনেকেই খুব অবাক হয়েছিলেন। কেউ কেউ এটিকে দেখেছিলেন 'সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন' হিসেবে। সিরিজটি পরে অঙ্কুর প্রকাশনী থেকে বই আকারে বের হয় গত এপ্রিল মাসে। সেই বইয়ের মুখবন্ধে বলেছিলাম কী করে হঠাৎ রবিঠাকুরের গানের লাইনটি আমি শিরোনাম হিসেবে পেয়ে গেলাম:

চিন্তার বেড়াজালে আমি যখন কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, সে সময়েরই এক অলস দুপুরে ঘরে পায়চারী করতে করতে বুক শেলফে রাখা আমার প্রিয় কার্ল স্যাগানের বইটি অবচেতন মনেই হাতে তুলে নিলাম। মলাটে 'The Domon-Haunted World' শিরোনামের নিচেই সুন্দর একটি উক্তি– 'Science As a Candle in the Dark'। চমৎকার! এ ধরনের একটি নামই আমি মনে মনে খুঁজছিলাম। এমনি একটি সুন্দর পংক্তির যুৎসই বাংলা কোথায় খুঁজে পাব, যার মাধ্যমে ধ্বনিত হতে থাকবে আঁধার ঘুচিয়ে আলোকিত পথে যাত্রার ইঙ্গিত? স্যাগানের বইটি বুকের উপরে রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিলাম মনের অজান্তেই–তন্দ্রার মধ্যে শুনলাম ক্যাসেটে বেজে চলেছে প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতটি:

তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা?
ওই যে সুদূর নিহারীকা–
যারা করে আছে ভিড়,
আকাশের নীড়
ওই যারা দিন-রাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী,
গ্রহ তারা রবি...

আর এখানে এসেই আমি থমকে গেলাম। 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'–এই শব্দক'টি মনের গহীনে কোথায় যেন একটি অনুরণন তুলল। ভাবলাম এর চাইতে কাব্যিক আর মনোহর শিরোনাম আর কী হতে পারে?

বইটি প্রকাশ হওয়ার পর বেশ কিছু ভাল পর্যালোচনা হয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রপত্রিকায়। প্রথম রিভিউটি আমার নজরে পড়ে ড. শাব্বির আহমেদের, ইংরেজিতে। অসাধারণ রিভিউ। শাব্বিরের লেখার হাত নিয়ে বরাবরই আমার খুব উঁচু ধারণা। প্রত্যেক লেখকেরই পছন্দের নিজস্ব একটা এলাকা থাকে। লিখতে লিখতে সে ওই এলাকাতেই একটা সময় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, পরে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন।

আমি ভাবতাম শাব্বিরের পছন্দের এলাকাটি হলো বাংলাদেশের চলমান রাজনীতি। এ বিষয়ে তার উঁচুমানের বেশ কিছু লেখা মুক্তমনা, এনএফবিসহ অনেক পত্রপত্রিকায় পড়েছি। কিন্তু আমার বইয়ের রিভিউটি পড়বার পর বুঝতে পারি যে, শুধু রাজনীতি নয়, বিজ্ঞান ও দর্শনেও তার জ্ঞান বেশ গোছানো। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি দৈনিক আর সাপ্তাহিকগুলো (যেমন অবজারভার, ইনডিপেন্ডেন্ট, হলিডে ইত্যাদি) যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই শাব্বিরের লেখাটি প্রকাশ করেছে। এনএফবি, বাংলাদেশের ডাক আর অন্যান্য ইয়াহু গ্রুপগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম।

দ্বিতীয় রিভিউটি আমার নজরে আসে ড. হিরন্ময় সেনগুপ্তের। তার পর্যালোচনাটি প্রকাশিত হয় প্রয়াত এসএমএস কিবরিয়া সাহেবের গড়ে তোলা 'সাপ্তাহিক মৃদুভাষণ' পত্রিকায় ৩০ মে, ২০০৫ এ। ড. সেনগুপ্ত বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত